R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭২
৭-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

+ মাদ্রাসী ডাক্তারখানা +
মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও
(B. A. M. S.)
আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিষ্ট)
আইলের উপর (ফুলতলা মোড়)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
অর্শ, নালি ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাঁজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
রোগী দেখবার সময় : সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

৭৪শ বর্ষ. ৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ৩০শে মার্চ, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

মিঃ ক্লীন সাজতে বিদ্যুৎ বিভাগ চুরির অভিযোগ আনলেন

ধুলিয়ান : গত ২০ মার্চ উমরপুর কেভি সাব ষ্টেশনের এ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার দেবরঞ্জন দত্তগুপ্ত সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার বিদ্যুৎ টাওয়ারের আনুসঙ্গিক সামগ্রী চুরির এক অভিযোগ স্থানীয় থানায় দায়ের করেন। পুলিশ এ ব্যাপারে গত ২২ মার্চ সন্দেহজনকভাবে আট জনকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়। কিন্তু অভিযুক্তদের কাছ থেকে চুরির কোন মাল না পাওয়ার কথা শুনে সাবডিভিসন্যাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের জামিনে মুক্তি দেন। আসামী পক্ষের আইনজীবী জানান, অভিযোগ ভিত্তিহীন ও সাজানো। বিদ্যুৎ বিভাগ নিজেদের গাফিলতি চাপা দিতে ও ধুলিয়ান অঞ্চলের ক্ষুব্ধ মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতেই চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে সাফাই গাইছেন। এর আগে গ্রামের মানুষদের অভিযোগ পেয়েও তাঁরা টাওয়ারের এ্যাঙ্গল, ষ্ট্যাণ্ড ও নাটবলটু চুরির ব্যাপারে কোন তৎপরতা দেখাননি। চুরির ব্যাপারে সমাজবিরোধীদের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ও নিচুতলার বেশকিছু কর্মীর যোগসাজস আছে বলেও তিনি জানান। অভিজ্ঞ মানুষদের মতে টাওয়ারের এ্যাঙ্গেল, ষ্ট্যাণ্ড ও নাটবলটু সবই লোহার এবং তার বাজার মূল্যও অত্যন্ত কম। সে কারণে জীবন বিপন্ন করে ও ঝুঁকি নিয়ে সেগুলি চুরি করা কারোর পক্ষেই লাভজনক নয়। এমন লোকই এগুলি করেছে যারা পরবর্ত্তীতে লাভবান হবে। ঠিকাদারদের পক্ষেই এ কাজ লাভজনক। বৈদ্যুতিক টাওয়ার পড়ে গেলে তার মেরামতি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতেই হবে এবং সরকারও অর্থব্যয়ে দ্বিধা করতে পারবেন না। তাই তারাই নিজেদের স্বার্থে এ কাজ করেছেন বলে এঁদের সন্দেহ। এ কাজে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহযোগিতা না থাকলে কখনই একসঙ্গে এতগুলি টাওয়ারকে অকেজো করে ফেলা সম্ভব নয়। এর আগেও ১৯৮৫ তে কিছু টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সারাই কাজ যথাযথ না হওয়া সত্ত্বেও কাজ সম্পূর্ণ সারটিফিকেট দিয়ে ঠিকাদারদের পেমেন্ট দেওয়া হয়। এরফলে টাওয়ারগুলো দুর্বল হয়েই ছিল। সামান্য ঝড়ের ধাক্কাতেই ভেঙ্গে পড়ে।

পয়সা রোজগারের ধান্ধায় এ্যাফলেক্স বাঁধে ভারী যান ?

আহিরণ : জঙ্গিপুর ব্যারেজ থেকে লালগোলার কাছাকাছি সুদীর্ঘ এ্যাফলেক্স বাঁধটি নির্মিত হয় পদ্মার ভাঙন রোধের প্রয়োজনে। এই বাঁধের উপর দিয়ে একটি যান চলাচলের পথও নির্মিত হয়। যাকে ইনসপেকশন রোড বলে। পথটিতে একমাত্র ভাঙ্গন পরিদর্শনের প্রয়োজনে হালকা যান চলাচলের অনুমতি আছে। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে দেখা যাচ্ছে এই বাঁধের উপর দিয়ে ট্রাক ট্রাক ধানের গাড়ী, বিয়ের বাস, কয়লা ও কাঠ বোঝাই ট্রাক চলাচল করছে। এমন কি বাংলাদেশী চোরাই মাল ভর্তি ট্রাকের গোপন যাতায়াতেও এই পথ হয়ে উঠেছে এক উত্তম মাধ্যম। খবরে প্রকাশ, জঙ্গিপুর ব্যারেজের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের মদতে সিনিয়র ড্রাফটসম্যান দলবল নিয়ে গাড়ী পিছু ৫০/১০০ যার কাছে যা পাচ্ছেন জুলুম করে আদায় করছেন। এরজন্য কোন রসিদ বা রেজিস্টার চালু করা হয়নি। এই টাকা কিভাবে সরকারের কোন খাতে জমা পড়ছে কেউ জানেন না। অন্যদিকে টাকা রোজগারে মত্ত কর্মীরা এতে যে এ্যাফলেক্স বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভাঙ্গন এলাকায় বিপদ ডেকে আনতে পারে তা কেউ ভেবেও দেখছেন না। এতে শুধু যে বাঁধের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, সরকারেরও (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাক্ষসী পদ্মা বাংলাদেশমুখী

জঙ্গিপুর : জনৈক নদী বিশেষজ্ঞের মতে পদ্মা গতিপথ পরিবর্তন করে বাংলাদেশমুখী হচ্ছে। ফলে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গ্রামগুলি ভাঙনের হাত থেকে নিস্তার পাবে বলে তিনি ধারণা করছেন। কংগ্রেসের রাজ্যস্তরের জনৈক নেতা ও পরিষদীয় বিরোধী দলনেতা আবদুস সাত্তারকে জানিয়েছেন—ঐ নদী বিশেষজ্ঞের অভিমত এবারের বর্ষায় জঙ্গিপুরে ভাঙ্গন আর হবে না এবং পদ্মা বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে ধ্বস নামাবে।

পরাজিত প্রধানেরা তহবিল শূন্য করতে ব্যস্ত

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পরাজিত প্রধানেরা পঞ্চায়েতের অর্থ হরির লুটের মত খরচে মেতেছেন। কি কংগ্রেস, কি সি পি এম সব দলেরই প্রধান এতে রয়েছেন। ৩১ মার্চের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ব্যয় না হওয়া সমস্ত টাকা যেন তেন তাঁরা খরচ করতে বদ্ধ-পরিকর। অপরদিকে পুনর্বাসনের জন্য মঞ্জুর করা তিন লক্ষ টাকা ব্লক থেকে নিয়ে আসার ব্যাপারে ঐসব প্রধানদের কোন গরজ দেখা যাচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি প্রতিদিন ব্লক অফিসে হাজিরা দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত ব্লক কর্মী জানান, পরাজিত প্রধানদের গড়িমসিতে সাহায্যের ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ ৩১ মার্চের পর নিয়ম মাফিক সংকারী কোষাগারে জমা পড়বে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

শেষ খবর : সংবাদ প্রকাশের শেষ মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, বন্যা ভাঙ্গনের পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ব্লক অফিসে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ধরে এনে টাকা বিলি চলছে। ৩১ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত নাকি এই টাকা বিলি চলবে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই চৈত্র বুধবার ১৩৯৪ সাল

'এমন দৃষ্টান্ত নেই'

আমরাও মনে করি যে, এমন দৃষ্টান্ত নাই। উপলক্ষ ঃ এই বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা প্রথমপত্রে প্রদত্ত কিছু প্রবন্ধের সূত্র বিষয়ে যে আলোড়ন হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির সহিত সাংবাদিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতির একটি যুক্তি ছিল যে, ছাত্রেরা এখনকার দিনে একেবারে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়া পড়াশুনা করিতেছেন এমন দৃষ্টান্ত নাকি নাই। তবে আমাদের বক্তব্য ভিন্ন ধরনের। আমরা মনে করি, প্রশ্নপত্রে এমন রাজনীতি পরিবেশনের দৃষ্টান্ত নাই।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্রের প্রবন্ধ সূত্র লইয়া যে তুলকালাম ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু ভাবিয়া সকলেই আশ্চর্য হইবেন যে, পর্ষদ সভাপতি চার লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রাজনীতি সচেতনতা লাভ করিবার মত তাহাদের বয়স ও বিচারবুদ্ধির পরিপক্কতার ব্যাপারে অবহিত। তাঁহার মতে বিতর্ক উঠিতে পারে বলিয়া তিনি এমন প্রশ্ন করিতেন না এবং তৎসত্ত্বেও বাংলা প্রশ্নপত্রের প্রবন্ধ রাজনীতি-গন্ধী সূত্রগুলি দেওয়ায় অন্যায় কিছু হয় নাই। সাংবাদিকদের সহিত আলোচনায় তিনি বলেন যে, পর্ষদের পক্ষ হইতে প্রশ্নকর্তাকে কিছু গাইড লাইন দেওয়া থাকে যাহাতে বিতর্ক উঠিতে পারে এমন বিষয় যেন পরীক্ষায় না দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এই বৎসরের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নকর্তাকে রক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধ সূত্রগুলি ঐ প্রশ্নকর্তার কাছে বিতর্কমূলক নাও হইতে পারে।

বাংলা প্রশ্নপত্রের প্রবন্ধ-সূত্র দেওয়ার বিষয়ে বহু সমালোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন মনীষার কাছে এইরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া ঠেকিয়াছে। এমন কি মাননীয় রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীও মহাকরণে বলিয়াছেন যে, এই ধরনের প্রশ্ন করা অনুচিত হইয়াছে। তথাপি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি এই অনৌচিত্যের কথা একবারও স্বীকার করেন নাই। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহার কথা জনগণ হৃষ্টমনে গ্রহণ করিতেন যদি তিনি প্রশ্ন সম্পর্কিত ত্রুটি স্বীকার করিতেন। তাহা না করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা শাক দিয়া মাছের গন্ধ ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস। কেন না তাঁহার মতে বাংলা প্রশ্নপত্রে যে প্রবন্ধ-সূত্র আছে, সেই রকম সূত্র প্রায় বইতে নাকি দেখা যায় যদিচ বই ও লেখকের নাম তিনি বলেন নাই।

পর্ষদ সভাপতি কী মনে করেন, আমরা জানি না। তবে তাঁহার বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য ও সান্ত্বনাজনক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি জানেন যে, প্রবন্ধ রচনায় লেখকের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের অবকাশ দেওয়া দরকার সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তাহা না করিয়া সূত্রের দ্বারা একটা মতকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার্থীদের বাধ্য করা হইলে প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আমরা আশ্চর্য হইতেছি যে, বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ-সম্পন্ন এইরূপ প্রশ্ন পর্ষদ সভাপতি পরোক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এমন দৃষ্টান্ত সত্যই নাই। অতঃপর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যদি বিশেষ রাজনীতির মত প্রতিষ্ঠামূলক প্রবন্ধসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য করে তবে পর্ষদ, ছাত্র ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল—সকলেরই লাভ। পর্ষদের অর্থাগম, পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রাপ্তির সুনিশ্চয়তা এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—এই ত্রিমুখী লাভ যাহার দৃষ্টান্ত নাই।

সংবাদের শিরোনামে মির্জাপুর

(তার মানুষ গড়ার সাধনা)

বরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এক সময় বলেছিলেন—"পরিকল্পিত অর্থনীতিতে নদীবাঁধ, ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি বড় বড় শিল্পোদ্যোগগুলিই নব ভারতের তীর্থক্ষেত্র।" এই দৃষ্টিভঙ্গী আজ কিছুটা অর্থস্বাচ্ছল্য এনেছে, কিন্তু বহুতর বিপর্যয়ও সৃষ্টি করেছে। আমরা কলকারখানায় বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি করেছি। কিন্তু যে সৃষ্টি করছে এবং যার জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে সেই মানুষের দিকে আমরা তাকাইনি। Human element অবহেলিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত মানবিক মূল্যবোধ বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিক জীবন দর্শ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। সততা, পরোপকার প্রবৃত্তি, বিনয় নম্রতা বিসর্জিত হয়েছে। দেশের শাসককূল আত্মস্বার্থে রেডিও ও টি ভি-তে অবিরত মদ্যপান, খুনজখম, মারদাঙ্গা, ধর্ষণ, কালোবাজার প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরে দেশের যুবজমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পিত পথে চলেছে। আগামী দিনের দেশ গড়বে যে যুবসমাজ—তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি কই? বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"দশজন সাচ্চা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষে উলটপালট করে দিতে পারি।" সেই "সাচ্চা মানুষ" তৈরী করার দিকে আমরা কি নজর দেবো না? সুস্থ, সবল এবং সংযমী দেহ না হলে সুস্থমন দীর্ঘদিন কাজ দেয় না। কাজেই সুস্থ, সবল দেহধারী আদর্শবাদী পরোপকারী মানুষ গড়ার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। সেই চেষ্টাই শুরু করেছে মির্জাপুরের "নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব।"

ক্লাবের জিমন্যাষ্টিক, অ্যাথেলেটিক্স, ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস প্রভৃতি উদ্যোগের কথা আগে বলেছি। সমাজ সেবা এবং শিক্ষা বিস্তারেও ক্লাবের বহুতর প্রচেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির সহযোগিতায় ক্লাবের উদ্যোগে পাঁচ বছর থেকে চক্ষু অপারেশন শিবির পরিচালিত হচ্ছে। ক্লাব Weaving Training Centre, Tailoring Training Centre এবং Side-bag Training Centre পরিচালনা করছে। একটি প্রাইমারী স্কুল চালাচ্ছে। অল্প বয়স্ক শিশু শিক্ষা পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সহযোগিতায় ৩ বছর থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য একটি স্কুল পরিচালনা করছে। বর্তমানে সেই স্কুলে ৪১ জন ছাত্রছাত্রী আছে। মহিলাদের সংগঠিত করে "মহিলা মহল" গড়েছে। গড়া হয়েছে শিশুদের 'সব পেয়েছির আসর।' ব্যবস্থা হয়েছে ছেলে-মেয়েদের গানের স্কুলের।

স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্বনির্ভরতা ও সুষম খাদ্যের জন্য মুরগী পালন খামার গড়ে নিকটস্থ তপশীলীদের গ্রাম 'আমলাকুড়ি'কে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাছ চাষের জন্য কয়েক লক্ষ পোনা বিতরণ করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে ন্যায্য-মূল্যে দুধ উৎপাদন ও সরবরাহ। দুঃস্থ শিশু ও মায়েদের সরকারী সাহায্যে রাতের খাবার ও দুধ সরবরাহে পরিকল্পনাতেও ক্লাব হাত দিয়েছে।

এত কিছু করার পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষের আক্ষেপ এখনও যা তাঁরা করতে পারেননি তার জন্য।

সাঁতারের জন্য তাঁরা একটি Swimming Pool ও Swimming Platfrom গড়তে চান। অসহায় বুড়োবুড়ীদের জন্য একটি আশ্রয় নিবাস গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। শিশুদের জন্য একটি অনাথালয় গড়তে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন।

ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

অপরাধ সি পি এমকে ভোট দেওয়া

জঙ্গিপুর : ২৮ মার্চ বেলা ১০-৩০ মিঃ হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ সম্মতিনগর পি ডাব্লু ডি রাস্তার উপর তৈরী একটি খড় বিক্রির ছোট চালাঘর ভেঙ্গে দেয়। স্থানীয় লোকে কারণ জানতে চাইলে পুলিশ কোন কিছু বলতে রাজি হয় না। স্থানীয় জনতার অভিযোগ, পি ডাব্লু ডি রোডের উপর ঐ এলাকায় অন্ততঃ পক্ষে ১৫।২০ ঘর দোকান বহাল তবিয়তে থাকা সত্ত্বেও মাঝখান থেকে এক গরীব খড় বিক্রেতার দোকান কেন পুলিশ ভেঙ্গে দিল তা রহস্যজনক। আরও রহস্যজনক যে পুলিশের সাথে পি ডাব্লু ডির কোন কর্মীকে দেখা যায়নি। খড় বিক্রেতা দানেশ বিশ্বাস জানান তিনি প্রায় ১৪।১৫ বৎসর এই থানেই খড় বিক্রি করে আসছেন। সম্প্রতি ওর দোকান ঘরের পিছনে আফতাব উদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি বাড়ী করেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আফতাবউদ্দিন তাঁকে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিতে বললেও তিনি সি পি এমকেই ভোট দেন। এ ব্যাপারে আফতাবউদ্দিন তাঁকে শাসানীও দেয় ঘর ভেঙ্গে দেবে বলে। বৃদ্ধ দানেশ বিশ্বাস বলেন পুলিশ যেভাবে শুধু তাঁর দোকান ঘরটি ভেঙ্গে দিল তাতে মনে হচ্ছে সি পি এমকে ভোট দেওয়ার অপরাধেই তাঁর উপর এই পুলিশী জুলুম।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ মার্চ স্থানীয় সুপার মার্কেট প্রাঙ্গণে কাদের বক্স মিউজিক কলেজের পরিবেশনায় এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসে। উক্ত কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর আলাপে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দেন। সঙ্গীতানুরাগীদের মতে পরিকল্পনার ত্রুটি দূর করতে পারলে অনুষ্ঠানটি আরোও সুন্দর করে তোলা যেত।

বিদ্যুৎ বণ্টনের সম্ভাব্য সময়সূচী

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে সমগ্র অঞ্চলে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন সাব ষ্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের সময়সূচী নীচে দেওয়া হ'ল।

সকাল ৬টা থেকে ১০টা	দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা	রাত্রি ১০টা থেকে রাত্রি ১২টা
শান্তিপুর	শান্তিপুর	বহরমপুর
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর	জিয়াগঞ্জ
দেবগ্রাম	দেবগ্রাম	ডোমকল
বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	রঘুনাথগঞ্জ এবং সাগরদীঘি
কান্দি এবং সালার	কান্দি এবং সালার	গোকর্ণ
		কান্দি এবং সালার

সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা	সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা	রাত্রি ১২টা থেকে সকাল ৬টা
আমতলা	শান্তিপুর	আমতলা
বহরমপুর	কৃষ্ণনগর	বহরমপুর
জিয়াগঞ্জ এবং লালগোলা	দেবগ্রাম	জিয়াগঞ্জ এবং লালগোলা
ডোমকল এবং দৌলতাবাদ ও রাণীনগর	বেলডাঙ্গা	ডোমকল, দৌলতাবাদ এবং রাণীনগর
রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি		রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি
গোকর্ণ		গোকর্ণ

উপরোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে। যে সময়ের জন্য বিদ্যুৎ দেওয়া হবে তার মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে যেটুকু বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে তাও নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
(পশ্চিম বাংলার জীবনের অংশীদার)

১৯১ (১৮) ১৮-৩-৮৮

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

ট্রান্সমিশন টাওয়ারের এ্যাংগেল, মেম্বার এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ব্যাপক হারে চুরি যাওয়ার ফলে সম্প্রতি বহরমপুর-বেলডাঙ্গা ৬৬ কে ভি সিংগল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইনের ৪টি, বেলডাঙ্গা গোকর্ণ ৬৬ কে ভি ডাবল সার্কিট লাইনের ৩টি এবং পরে আরো একটি, গোকর্ণ-সাঁইথিয়া ১৩২ কে ভি ডাবল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইনের ১১টি এবং পরবর্তীকালে আরেকটি এবং রঘুনাথগঞ্জ ও ফরাক্কার মধ্যে ১৩টি এবং পরে আরো দুটি অর্থাৎ সর্বমোট এই ৩৫টি ট্রান্সমিশন টাওয়ার সমূলে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় সমূহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দ্রুত এই ভেঙ্গে পড়া টাওয়ারগুলি পুনঃ স্থাপন করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। স্থানীয় পর্ষদ কর্মীরা দিন রাত্রি কাজ করে টাওয়ারগুলির মেরামতির কাজ করছেন। কোথাও এই কাজ অনেকটা এগিয়েছে, তবে তুরূহ এই সমস্ত কাজকর্ম শেষ করতে কিছুদিন সময় লাগবে। ইতিমধ্যে কাঠের এবং লৌহ পোলের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলা থেকে এই জেলায় আংশিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নদীয়া জেলার জন্য বরাদ্দ বিদ্যুৎ নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলাতে বণ্টন করার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যেটুকু বিদ্যুৎ দেওয়া যাচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় খুবই নগন্য। ফলে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর দেবগ্রাম, বহরমপুর শহর, বেলডাঙ্গা, আমতলা, লালগোলা, ভগবা গোলা, জিয়াগঞ্জ, ডোমকল, রাণীনগর, দৌলতাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, পাঁচথুপী, খড়গ্রাম, সাগরদীঘি এবং তৎ সন্নিহিত অঞ্চলে অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ধুলিয়ান এবং ঔরঙ্গাবাদ সাব ষ্টেশনের উভয় দিকে অনেক টাওয়ার পড়ে যাওয়ায় ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। এখানে বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষ সব রকম চেষ্টা করছেন।

স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্মীরা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করছেন। স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে বিদ্যুৎ কর্মীরা বদ্ধপরিকর। এই পরিস্থিতির জন্য তাঁদের দোষারোপ অথবা অযথা হেনস্থা করলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে না।

সাম্প্রতিক এই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ সম্পর্কে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যুৎ কর্মীরা সম্পূর্ণ সচেতন। এই অবস্থায় তাঁদের কাজে সব রকম সহযোগিতা করুন। এই পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটাতে তাঁদের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
(পশ্চিম বাংলার জীবনের অংশীদার)

১৯২ (১৮) ১৮-৩-৮৮

অবৈধ প্রেমের জাগিদে

অরঙ্গাবাদ ঃ সম্প্রতি সুতী থানার গোপালপুর গ্রামে জনৈকা গৃহবধূ বসুমতীকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পর সে মারা যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় বসুমতী মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার তার মৃত্যুর কারণ বলে জানায়। মৃতার বাবাও এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে হত্যার অভিযোগ দায়ের করেন। প্রকাশ, মৃতার স্বামী দিলীপ গোস্বামীর ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ের সঙ্গ অবৈধ প্রণয় ছিল। বিয়ের পর থেকেই বসুমতীর উপর স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার চলতে থাকে। ফলে সে বাবার বাড়ী ফিরে আসতে বাধ্য হয়। শিবরাত্রির পরদিন তার স্বামী তাদের বাড়ী আসে ও আর কখনো অত্যাচার হবে না জানিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় এর কয়েকদিন পরই ঘটনাটি ঘটে। খবর, দিলীপ বসুমতীকে পুড়িয়ে মারার জন্য গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয় ও পালিয়ে যায়। পুলিশ দিলীপকে এখনও খুঁজে পায়নি। তবে তদন্তের পর তার প্রেমিকা ও প্রেমিকার ভাইকে গ্রেপ্তার করে।

ট্রাক চাপায় মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৩ মার্চ বিকেলে উমরপুরে জাতীয় সড়কে শিলিগুড়িগামী এক ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে বাণীপুর নয়াপাড়ার নাজিবুলের পুত্র আলিম ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ট্রাক ও চালককে পুলিশ আটক করে।

স্কুল গৃহ থেকে জুয়ারী দল গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ গত ২২ মার্চ গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডি এস পি-র নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী এই থানার বাহালনগর স্কুলে হানা দেয়। সেখানে জুয়ার আসর থেকে নগদ এক হাজার টাকা ও ছয়জন জুয়ারী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের কাছে খবর ছিল স্কুলে বাসছিনতাইকারীর একটি দল জমায়েত হয়েছে। অবশ্য ধরা পড়া আসামীদের মধ্যে বাসছিনতাইকারী কেউ ছিল না বলে পুলিশ জানায়। ছ'জনের মধ্যে দু'জন সি পি এমের স্থানীয় কর্মী বলে জানা যায়।

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

FARAKKA ; DIST ; MURSHIDABAD (W. B.)

Ref. No. FS : 42 : O&M : Contracts : 440 Date :

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following works. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work.

Tender documents will be on sale from 04-04-88 to 22-04-88 from 9"00 hrs. to 12-00 hrs. & 14-30 hrs. to 15-00 hrs. Tenders will be opened on the following days, in presence of tenderers or their authorised representatives at 16-00 hrs.

Sl. No.	Name of work	Approx value of work (Rs)	Earnest Money (Rs.)	Cost Tender paper	Date of opening	Duration
1.	Lighting Maintenance Contract for CHP & MGR.	Rs. 1-8 lakhs	Rs. 3600/-	Rs. 50/-	23-4-88	one year

Terms and Conditions

i) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates, valid electrical contractors licence from Chief Electrical Inspector of State Authorities and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the Tender.

ii) Tenders received late and/OR without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.

iii) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of Tender documents sent by post.

iv) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.

v) The G- C. C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

SUPDT. (O&M/MTP)

NTPC/FSTPP

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ধুলিয়ান বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (শাখা অফিসসহ) সন ১৩৯৫ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ১৩৯৪ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং উক্ত ৩০শে চৈত্র ১৩৯৪ তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির সেপ্ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ
১১-১২-৯৪
১৫-৩-৮৮

মহঃ মতিউর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী, ধুলিয়ান বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

এই টেণ্ডার ৩১-৩-৮৯ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে।

নিলাম

আগামী ২৩শে এপ্রিল, শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখায় নিম্নলিখিত অনাদায়ী হিসাবের বন্ধকীকৃত সোনার গহনা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলামে অংশ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নিলাম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নিলাম চলাকালে স্থগিত রাখিবার অধিকার শাখা প্রবন্ধকের থাকিবে।

হিসাব নং : ২০/৮০ নুরুজ্জামান, ২৪/১০৩ মোঃ সেরাজুদ্দিন আহমেদ, ২৭/২৯ কিরিটী সিংহ রায়, ২৭/৪৬ সঞ্জীবনকুমার দাস, এগ্রি ২৭/৪৩ মেরাজুল ইসলাম, ২৮/০৪ শক্তিপদ সাহা।

শাখা প্রবন্ধক,
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
জঙ্গিপুর শাখা
রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর কলেজ

জঙ্গিপুর ॥ মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর কলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে নিম্নোক্ত বৎসরের Diploma/Certificate কলেজে রয়েছে। আগামী ৩০শে জুন, ১৯৮৮ সালের মধ্যে (কলেজ খোলা দিনগুলিতে) যেন ছাত্রছাত্রীগণ তাদের Diploma/Certificate সংগ্রহ করে নচেৎ উক্ত Diploma/Certificate কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে/পঃ বঃ সংসদে (উচ্চ শিক্ষা) ফেরত পাঠানো হবে। তারজন্য ছাত্রছাত্রীদের কোন অসুবিধা হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। Diploma/Certificate নেওয়ার সময় Original Marksheets অবশ্যই আনতে হবে।

১) Diploma (B.A /B.Sc/B.Com—Three year Degree Course) ১৯৬৮ হইতে ১৯৮০ পর্যন্ত।

২) P.U. (Arts/Science) Certificate ১৯৬৮ হইতে ১৯৭৫

৩) H.S. (10+2) Certificate ১৯৭৯ হইতে ১৯৮০

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
জঙ্গিপুর কলেজ

Order No. JC/493/88 (5 Misce) Date 22-3-88

জঙ্গিপুর কলেজ

জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর কলেজের নিম্নবর্ণিত প্রাক্তন ছাত্রদ্বয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত "রৌপ্যপদক', উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সত্বর গ্রহণ করার জন্য জানান যাইতেছে।

১) রৌপ্যপদক—এম, এস নং ৫৪/৭৩
বীরেন্দ্রকুমার সরকার ১৯৭৩ সাল।

২) ঐ —এম, এস, নং ৬৯/৭৩
নজরুল মণ্ডল ১৯৭৩ সাল।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
জঙ্গিপুর কলেজ

Order No. JC/493/88 (5 Misce) Dated 22-3-88

Leave Vacancy তে একজন B. A. Preftrained (Language Group) শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজন। Original Certificate, Marksheet এবং তাহাদের প্রত্যয়িত নকলসহ ৯ই এপ্রিল, শনিবার (সকাল ৯ ঘটিকায়) প্রার্থীগণকে উপস্থিতির আহ্বান জানান যাইতেছে।

সম্পাদক
ছামুগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ মনিগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ

জায়গা বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া চিত্রশ্রী গৌরীশঙ্কর বড়াল (তরু বড়াল)
ষ্টুডিওর সামনে খালি জায়গা বিক্রি তপন মার্কেট, রঘুনাথগঞ্জ (ফুলতলা)

পয়সা রোজগারের ধান্ধায়

(১ম পাতার পর)

আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। কেন না এ্যাফলেক্স বাঁধে যাতায়াতের সুযোগ না পেলে ট্রাক বাসকে পুর কর বা রোড সেস দিয়ে গঙ্গা পারাপার করতে হতো। পূর্বে অনুমতি নিয়ে বেসরকারী ট্রাক বাস যাতায়াত করতো। সেক্ষেত্রে পয়সা আদায় করা হতো এবং রেজিষ্টার মারফৎ সে সবের হিসেবপত্র রাখা হতো। পরবর্ত্তীতে বাঁধের ক্ষতি বন্ধ করার স্বার্থে সে নিয়ম সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে বাঁধের উপর কোন প্রকার ভারী জিনিস বহন নিষিদ্ধ করা হয়। সে কারণে যে সব ঠিকাদার ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনে বোল্ডার সরবরাহ করেন তাঁদের পাকুড় বা ধুলিয়ান থেকে বোল্ডার নিয়ে বহরমপুর হয়ে ঘুরে সেখালীপুর, কুতুবপুর, খেজুরতলায় আসতে হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সে ক্ষেত্রেও এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখা গেছে। মালদার এক ঠিকাদারকে নাকি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এ্যাফলেক্স বাঁধের উপর দিয়ে ভারী ট্রাক নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। এতে অন্যান্য ঠিকাদাররা স্বভাবত ক্ষুব্ধ। তাঁদের সন্দেহ এই বেআইনী অনুমতির পিছনে নিশ্চয়ই কোন গোপন লেনদেন আছে। তাঁদের অভিযোগ, হাল্কা যান চলাচলের প্রয়োজনে তৈরী পথ দিয়ে এভাবে ভারী যান যাতায়াতের ফলে এ্যাফলেক্স বাঁধের অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন হয়ে পড়ছে।

শিরোনামে মির্জাপুর

(২য় পাতার পর)

৪৬২ জন, এরমধ্যে নিয়মিত সদস্য ১৪৭ জন। বর্তমান পরিচালকবর্গের মধ্যে আছেন—অনুপ ঘোষাল, করুণাময় দাস, ঝর্ণা দাস, সন্তোষ সরকার, সমীর সাহা, মহাদেব দাস, অজয় রায়চৌধুরী। ক্লাবের বর্ত্তমান নিজস্ব গৃহ (১৯৮০ তে স্থানান্তরিত), সংলগ্ন মাঠ ও জিমন্যাসিয়মের জমি দান করেছেন ক্লাব সদস্যা প্রণতি দাসের বিধবা মা রেণুবালা দাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের অনুদানে মাঠ ও জিমন্যাসিয়ম তৈরি হয়।

ক্লাব যাঁদের সহযোগিতা পাচ্ছেন অর্গানাইজ ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য একজন সহৃদয়/সহৃদয়া শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজন। প্রার্থীকে অতি অবশ্যই ইংরাজী সহ স্নাতক ও Trained হইতে হইবে। ইংরাজীতে অনার্স, গান জানা এবং ইংরাজী মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। নির্বাচিত প্রার্থীকে বিদ্যালয়ের সামর্থ্য অনুযায়ী ন্যূনতম সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে যাবতীয় সার্টিফিকেট ইত্যাদির প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্নঠিকানায় সাধারণ ডাকে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

ডি, এস, নাথ
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন
ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়
পোঃ জঙ্গীপুর, সাহেববাজার
মুর্শিদাবাদ ৭৪২২১৩

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রাজ্য ক্রীড়া পর্ষৎ, যুব কল্যাণ দপ্তর, মুর্শিদাবাদ ইউথ কাউন্সল, নেহরু যুব কেন্দ্র, জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন, জেলা ফিজিক্যাল কালচার এ্যাসোসিয়েশন, জেলা সন্তরণ সংস্থা, জেলা জিমন্যাষ্টিক সংস্থা, জেলা খো খো এ্যাসোসিয়েশন, জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েশন, জেলা ক্যারাটে এ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি, লুথারান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ভারত সরকারের ফিলড পাবলিসিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, স্কাউট ও কাব এ্যাসোসিয়েশন, ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর।

স্থানীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং পূর্ণ সহযোগিতার অভাবের কথা ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানালেন। রাজনীতির ঘুটি হতে চাননি বলে বহুক্ষেত্রে তাঁরা সহযোগিতা পাননি। স্থানীয় এম পি বা এম এল এ কোন সময়েই সহৃদয়তার সঙ্গে খোঁজখবর নেননি বা সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেননি।

ক্লাব কর্তৃপক্ষও রাজনৈতিক দাদাদের কাছে তদ্বির তদারক এড়িয়ে চলেছেন। তাঁদের প্রত্যাশা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে। মির্জাপুরের "নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব" তাঁদের মানুষ গড়ার এই উদ্যোগে দেশবাসীর সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। (শেষ)

জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ মার্চ স্থানীয় সুপার মার্কেটে জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সম্মেলন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত করেন দেবাশিস ব্যানার্জী। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা শৈলেন বিশ্বাস। মূল ভাষণ দেন ফেডারেশন অফ্ ট্রেডার্স অর্গানিজেশন অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সভাপতি বিশিষ্ট নেতা মুকুন্দ সাহা। সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অমিয়কুমার দাস, প্রকাশচন্দ্র সরকার, মধুসূদন বাগ (মালদা), মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বাগ। বলরাম চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি এবং বরুণ রায় ও শ্যামল সাহাকে যুগ্ম-সম্পাদক করে নতুন বছরের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শার্টের রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি, এল এণ্ড টি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।